মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমরা নবীর কাছে এসে বিশ দিন বিশ রাত তার সাথে ছিলাম। আমরা তখন তরুণ এবং প্রায় সমবয়সী। নবী ছিলেন খুব দয়াশিল এবং ক্ষমাশীল। তিনি যখন বুঝতে পারলেন আমাদের পরিবারের প্রতি টানের ব্যাপার, তিনি তখন আমাদের বাড়ীর এবং সেখানকার লোকদের কথা জানতে চাইলেন আমরা ওনাকে সব বললাম। তিনি তখন আমাদের যার যার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে বললেন এবং তাদের সাথে থেকে ধর্ম শেখাতে এবং ভাল কাজে আদেশ / উপদেশ দিতে। তিনি আরও কিছু বলেছিলেন যা আমি আজ আর পরোপুরি মনে করতে পারছিনা। **অতপর নবী যোগ করলেন, "তোমরা আমাকে যেভাবে এবাদত (অর্থাৎ, সালাত আদায়) করতে দেখেছ সেভাবেই তোমরা এবাদত কর এবং যখন সালাতের সময় হয় তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন আজান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যে সে সালাতে ইমামতি করবে।** (বুখারি, Book #11, Hadith #604)

ওয়ালি ইবনে হুজুর (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি বললাম, আমি আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কিভাবে সালাত আদায় করেন তো আমি পর্যবেক্ষণ করবো। **আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) উঠে দড়িয়ে কেবলা মুখি হলেন এবং আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরের সাথে তার হাত দুটি কানের সম্মুখ পর্যন্ত উঠালেন; তারপর তিনি তার ডান হাত দিয়ে বাম হাত ভাঁজ করে ধরলেন। রুকুতে যাওয়ার আগে তিনি আগের মত হাত দুটি তুল্লেন। তারপর তিনি বসলেন, বাঁ পাঁকে ভাঁজ করে তার উপর বসলেন এবং তার উরুর উপর তার বাম হাতটি রাখলেন, আর ডান হাতটি ডান উরুর উপর তর্জনীটি উঁচিয়ে রেখে বাকি আঙ্গুল গুলো গল করে ভাঁজ করে রাখলেন (বক্তা আঙ্গুল গুলো ওভাবে গোল করে ভাঁজ করে দেখালেন)।** (সুনান আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0957) [ইংরেজিতে তর্জনীর যায়গায় elbow বা কনুই উল্লেখ আছে, যা আমার মনে হয় ভুল আনুবাদ। কারণ অন্যান্য অনুবাদে তর্জনীই বলা আছে।]

উমর বিন আল খাত্তাব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীকে বলতে শুনেছি, "**নিয়তের উপর কর্মফল নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকে নিজের নিয়তের পুরস্কার পাবে।** অতএব, যে দুনিয়ার সুবিধার জন্য দুর দুরান্তে যায়, অথবা বিবাহের উদ্দেশে, তার সেই যাত্রা ওইসব কারণেই।" (বুখারি, Book #1, Hadith #1)

সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত: আমার আব্বা বলেছেন, "**আল্লাহ্‌র নবী সালাত আদায় করার সময় তার দু-হাত তার ঘাড় পর্যন্ত উঠাতেন**; এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের পর। রুকু থেকে মাথা উঁচিয়ে আবার তা করতেন এবং বলতেন "সামি আল-লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।" এর পর ছেজদায় আর তিনি তা করেন নি (অর্থাৎ, হাত উঠানো)। (বুখারি, Book #12, Hadith #702), (Book #12, Hadith #703)

তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) **সালাতের সময় তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ভাঁজ করে বুকের উপর বাঁধতেন।** (সুনান আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0758)

আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ **আমি আল্লাহ্‌র নবীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সালাতে এদিক অদিক তাকানোর ব্যাপারে। জবাবে তিনি বলেছিলেন, "এটি একধরনের চুরি যার মাধ্যমে শয়তান একজনের সালাতের কিছু অংশ চুরি করে।"** (বুখারি, Book #12, Hadith #718)

আনাস বিন মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, "ঐ সকল লোকদের কি হয়েছে যে তারা সালাত রত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে?" ওনার

গলার স্বর গম্ভীর হয়ে গেল এই আলোচনার সময় এবং বললেন,"**তাদের উচিত এ থেকে বিরত থাকা (সালাতের সময় আকাশের দিকে চেয়ে থাকা); অন্যথায় তাদের চোখের দৃষ্টি শক্তি কেঁড়ে নেয়া হবে।**" (বুখারি, Book #12, Hadith #717)

সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত: আমার আব্বা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নবী সালাত আদায় করার সময় তার দু-হাত তার ঘাড় পর্যন্ত উঠাতেন; **এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের পর।** রুকু থেকে মাথা উঁচিয়ে আবার তা করতেন এবং বলতেন "সামি আল-লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।" এর পর ছেজদায় আর তিনি তা করেন নি (অর্থাৎ, হাত উঠানো)। (বুখারি, Book #12, Hadith #702), (Book #12, Hadith #703)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; **রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন**, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি

(রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; **রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন,** তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে **উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন,** তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত: আমার আব্বা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নবী সালাত আদায় করার সময় তার দু-হাত তার ঘাড় পর্যন্ত উঠাতেন; এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের পর। **রুকু থেকে মাথা উঁচিয়ে আবার তা করতেন এবং বলতেন "সামি**

আল-লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।" এর পর ছেজদায় আর তিনি তা করেন নি (অর্থাৎ, হাত উঠানো)। (বুখারি, Book #12, Hadith #702), (Book #12, Hadith #703)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, **তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত।** সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত: আমার আব্বা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নবী সালাত আদায় করার সময় তার দু-হাত তার ঘাড় পর্যন্ত উঠাতেন; এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের পর। রুকু থেকে মাথা উঁচিয়ে আবার তা করতেন এবং বলতেন "সামি আল-লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।" **এর পর ছেজদায় আর তিনি তা করেন নি (অর্থাৎ, হাত উঠানো)।** (বুখারি, Book #12, Hadith #702), (Book #12, Hadith #703)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। **সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে,** এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

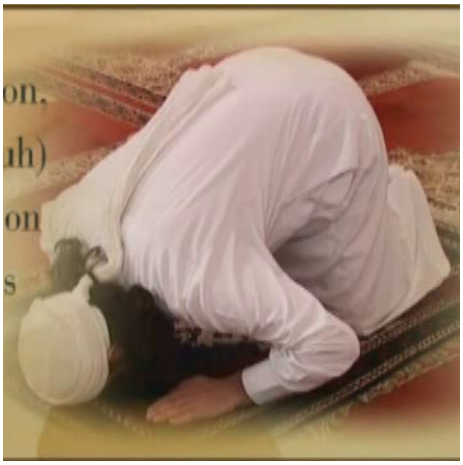

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, "**আমাদের মুখায়ব যেমন সেজদা দেয় তেমনি আমাদের হাত দুটোও সেজদা দেয়। যখন তোমরা কেও মুখায়ব মাটিতে রাখবে সে যেন তার হাত দুটোও মাটিতে রাখে। এবং যখন ওঠায়, তখন যেন হাতও ওঠায়।**" (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0891)

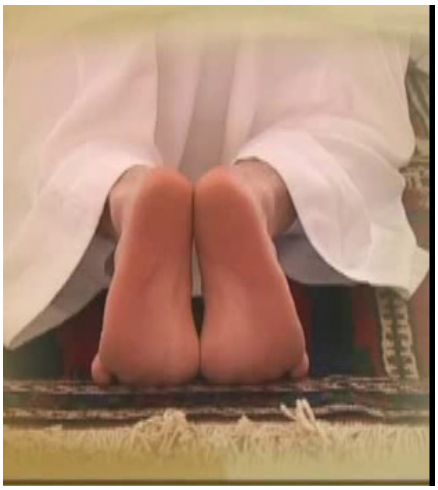

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড়

পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং **তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী।** দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

ইবন আব্বাস (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ **আল্লাহ্ তায়ালা নবী (সাঃ) কে আদেশ করেছেন আমাদের সাতটি অংশের উপর সেজদা করতে এবং সালাতের সময় যেন কাপড় বাঁ চুল না গুটাই। সেই অংশগুলো হলঃ কপাল (নাকের ডগা সহ), দুই হাত, দুই হাঁটু, এবং দুই পায়ের আঙ্গুল সমূহ।** (বুখারি, Book #12, Hadith #773); (Book #12, Hadith #776)

আল-বারা ইবন আযিব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল-বারা আমাদের সেজদা সম্পর্কে বোঝাচ্ছিলেন। **তিনি তার হাতের তালু যুগল মাটিতে রাখলেন হাঁটুর উপর ভড় করে, এবং নিতম্বকে উঁচু করেলেন; আর বললেন, "এভাবেই আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) সেজদা দিতেন।"** (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0895)

আইয়ুব (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আবু কিলাবা বলেছেন, "মালিক বিন হুয়াইরিথ আমাদেরকে জামাতে সালাতের অন্য সময় নবী (সাঃ) এর সালাতের পদ্ধতি দেখাতেন। অতঃপর একদিন উনি উঠে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন নিখুঁত ভাবে কিয়ামের (দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত) সাথে এবং নিখুঁত ভাবে রুকুতে গেলেন, এর পর তিনি তার মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইলেন।" আবু কিলাবা যোগ করলেন, "মালিক বিন হুয়াইরিথ তার ঐ উপপাদনে আমাদের শায়খ আবু ইয়াযিদের মত

সালাত পড়লেন।" **আবু ইয়াযিদ দ্বিতীয় সেজদার পর মাথা তুলে উঠে দাঁড়াবার আগে কিছুক্ষন বসে থাকতেন।** (বুখারি, Book #12, Hadith #767)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। **দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন** এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন **এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন**; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে

সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, **এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী।** দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

ওয়ালি ইবন হুযুর (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ **আমি নবীকে (সাঃ) সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত গুলো মাটিতে রাখার আগে হাঁটু যুগল মিটিতে রাখতে দেখেছি। এবং যখন উনি উঠে দাঁড়ান, আগে হাত দুটো উঠিয়ে তারপর হাঁটু গুলো উঠান।** (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0837)

আবু হুরায়রাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ **নবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি সালাতে উটের মত হাঁটু গেঁড়ে বস? (অর্থাৎ, হাত রাখার আগে হাঁটু রাখা)**। (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0840)

[নোট: উপরোল্লিখিত হাদিস দুটি পরস্পর সাজ্ঝরশিক। সম্ভবত নবী (সাঃ) উভয় পন্থায়ে সালাতে সেজদা করতেন। ব্যাগতিগতভাবে আমি দ্বিতীয় পন্থাটি বেছে নিয়েছি কেননা আমি খেয়াল করে দেখেছি যে হাঁটুর বদলে হাতের উপর শরিরের চাপ নিতে সহজ হয়।]

সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত: আমার আব্বা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র নবী সালাত আদায় করার সময় তার দু-হাত তার ঘাড় পর্যন্ত উঠাতেন; এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের পর। **রুকু থেকে মাথা উঁচিয়ে আবার তা করতেন এবং বলতেন "সামি আল-লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।"** এর পর ছেজদায় আর তিনি তা করেন নি (অর্থাৎ, হাত উঠানো)। (বুখারি, Book #12, Hadith #702)

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ ইমরান বিন হুসাইন এবং আমি আলী বিন আবি তালিব (রহঃ) এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। আলী যখন সেজদায় যান, তখন তিনি তাকবীর বলেন, যখন মাথা তলেন তখন আবার তাকবীর বলেন এবং **যখন তিনি তৃতীয় রাকাতে যান আবারো তাকবীর বলেন**। সালাত শেষে ইমরান আমার হাত ধরে বললেন, "ইনি (অর্থাৎ, আলী) আমাকে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সালাতের নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিলেন।" অথবা, বললেন, "উনি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসরণে সালাতের নেতৃত্ব দিয়েছেন।" (বুখারি, Book #12, Hadith #753)

সাহাল বিন সাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ **মানুষজনকে সালাতে তাদের ডান হাত বাম হাতের প্রকোষ্ঠে রাখার জন্য আদেশ করা হয়েছে।** আবু হাযিম বলেন, "আমি নবীর (সাঃ) এই আদেশের কথা জানতাম।" (বুখারি, Book #12, Hadith #707)

তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) **সালাতের সময় তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ভাঁজ করে বুকের উপর বাঁধতেন।** (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0758)

ইয়াহহিয়া (রহঃ) থেকে আমি শুনেছি, উনি মালিক, ইবন শিহাব, উর্‌ওয়া ইবন আয যুবায়র, আব্দুর রাহমান ইবন আল ক্বারি থেকে শুনেছেন যে উমার ইবন আল খাত্তাব (রহঃ) মিনবার থেকে লোকজনকে **তাশাহহুদ** সম্পর্কে শেখাচ্ছিলেন, "বল, সব শুভেচ্ছা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ সব আল্লাহ্‌র। সুন্দর বাক্য এবং সালাত আল্লাহ্‌র জন্য। নবীর প্রতি সালাম তার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র ক্রিতদাশদের উপর যারা সালিহুন শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তার ক্রীতদাস এবং রাসুল।" **"আত-তাহিয়াতু লিল্লাহ, আয-যাকিয়াতু লিল্লাহ, আত-তায়িবাতু ওয়াস সালাওয়াতু লিল্লাহ। আস-সালামু আলায়কা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস-সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। আশ-হাদু আন লা ইলাহা ইল্লা'ল্লাহ ওয়া আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহ।"** (মালিক মুয়াত্তা, Book #3, Hadith #3.14.56); (Book #3, Hadith #3.14.57); (Book #3, Hadith #3.14.58); (Book #3, Hadith #3.14.59)

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রহঃ) এর বাবার কর্তৃত্বের উপর কথিত, যখন **আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) দুয়া অথবা মিনতির জন্য বসতেন (অর্থাৎ, তাশাহহুদ), তিনি তার ডান হাত তার আন উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন, এবং তার ডান হাতের তর্জনী উঠিয়ে ইঙ্গিত করতেন, এবং বাকি আঙ্গুলি গুলো ভেতরে ভাঁজ করে তার বুড় আঙ্গুল দিয়ে চেপে রাখতেন, এবং তার বাম তালু দিয়ে বাম পায়ের হাঁটু ধেকে রাখতেন।** (মুসলিম, Book #004, Hadith #1202)

ইবন উমার (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ যখন আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) তাশাহহুদের জন্য বসতেন তখন তিনি তার বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রাখতেন, এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর, এবং **তিনি তার ডান হাতের তর্জনীটি উঠাতেন**, এবং এভাবেই তিনি দুয়া ও মিনতি করতেন, এবং তার বাম হাতটি লম্বা করে তার হাঁটুর উপর রাখতেন।...(মুসলিম, Book #004, Hadith #1203); (Book #004, Hadith #1204)।

আব্দুল্লাহ ইবন আয যুবায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ **নবী (সাঃ) তাশাহহুদ এর শেষের দিকে তার তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিত করতেন এবং তা তিনি নাড়াতেন না।** (আবু দাউদ, Book #3, Hadith #0984)

আবু হুরাইরা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ **যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদের শেষ অংশটি পড়া শেষ করবে, সে যেন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে চারটি (পরিক্ষা) থেকে নিরাপত্তা চায়; সেগুলো হোল, দজখের আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মরণোত্তর বিপদ আপদ থেকে, এবং মাসিহ-আদ-দাজ্জালের (খ্রীষ্টশত্রু) নষ্টামি থেকে।** এই হাদিসটি আল-আউযাই থেকেও

বর্ণিত একই ধারাবাহিকতায় কিন্তু শব্দে সামান্য পরিবর্তন আছেঃ "যখন তোমাদের কেউ তাশাহহুদ শেষ করল" তিনি "শেষ অংশটি" শব্দগুল উল্লেখ করেন নি।" (মুসলিম, Book #004, Hadith #1219)

আমির বিন সাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ **আমি আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) কে ওনার ডান দিকে এবং ওনার বাম দিকে ফিরে তাসলিম (সালাম ফেরানো) উচ্চারণ করতে শুনেছি এবং সে সময় আমি তার সাদা গাল যুগল দেখতে পেয়েছি।** (মুসলিম, Book #004, Hadith #1208)

মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা থেকে বর্ণিতঃ আমি আল্লাহ্‌র নবীর কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে নবীর (সাঃ) সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আবু হুমাইদ আস সাইদি (রহঃ) বললেন, "আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল জানি আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) এর সালাত সম্পর্কে। আমি ওনাকে অনার ঘাড় পর্যন্ত দু হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর বলার সময়; রুকুতে উনি তার দু হাত দুই হাঁটুর রেখে উপুর হয়ে পীঠ সোজা রাখতেন, তারপর রুকে থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তার সব হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসা পর্যন্ত। সেজদায় যাওয়ার সময়, তিনি তার দু হাত মাটির উপর রাখতেন এবং হাতের বাকি অংশ মাটি থেকে উঁচিয়ে এবং শরীর থেকে দূরে, এবং তার পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকতো কেবলা মুখী। দ্বিতীয় রাকাতে তিনি তার বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং তার ডান পা টিকে খাঁড়া করে রাখতেন; **শেষ রাকাতে তিনি তার বাঁ পাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ডান পাটিকে খাঁড়া রেখে পাছার উপর বসতেন।**" (বুখারি, Book #12, Hadith #791)

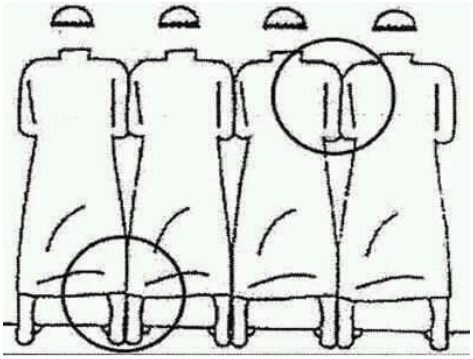

আনাস বিন মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ **নবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের সালাতের সারিগুল সোজা করো কেননা আমি আমার পেছনে দেখতে পাই।" আনাস যোগ করলেন, "আমরা সকল সাহাবীরা ঘারের সাথে ঘাড় এবং পায়ের সাথে পা মেলাতাম।"** (বুখারি, Book #11, Hadith #692)

আনাস বিন মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, **"তোমাদের সালাতের কাতার সোজা করো কেননা নিখুত এবং শুদ্ধ সালাতের জন্য এটা অপরিহার্য।"** (বুখারি, Book #11, Hadith #690)

আবু হুরাইরা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, **"ইমামকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। অতএব তার সাথে কোন বাতিক্রম করো না, সে যখন রুকুতে যায় তোমরাও যাও, এবং বল, "রাব্বানা লাকাল হামদ" যদি সে বলে, "সামিয়া-ল-লাহু লিমান হামিদা"; সে যদি সেজদায় যায়, তাকে অনুসরণ কর সেজদায় যাও, এবং সে যদি বসে সালাত পরে, তোমরা সবাই বসে সালাত পড় একসাথে, এবং সালাতের কাতার (সারি) সোজা রাখ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সোজা কাতার রাখা সালাত শুদ্ধ ও নিখুত করার একটি বিষয়।"** (হাদিস নং ৬৫৭ দেখুন)। (বুখারি, Book #11, Hadith #689)

আবু ওয়ালি (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ হুধাইফা বলেছেন, "আমি একজনকে দেখলাম যে সে নিখুতভাবে রুকু এবং সেজদা করছে না। সে যখন সালাত শেষ করল, **আমি তাকে বললাম যে তার সালাত হয়নি।**" আমার মনে হয় হুধাইফা যোগ করলেন, **"তোমার যদি এ অবস্থায় মৃত্যু হয়, তাহলে তোমার মৃত্যু হবে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নিয়মের বাইরে অন্য কোন ঐতিহ্যে।"** (বুখারি, Book #12, Hadith #772)

স্বীকারোক্তিঃ এই লেখার বেশীরভাগ চিত্রই "Pray as you have seen me pray" নামক ভিডিও থেকে নেয়া যা কিনা ইউটিউব এর www.youtube.com/watch?v=jNoiLHwH5Fg লিঙ্কে পাওয়া যাবে এবং সকল হাদিস সমূহ Search Truth সাইট - http://www.searchtruth.com/ থেকে নেয়া।